

ওয়াহিদুল হক : অকার্যকর রাষ্ট্র না ব্যর্থ দেশবিরোধী সরকার?

বাংলাদেশ কি একটা 'অকার্যকর' রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে বা পড়ছে? এই কথাটা সম্প্রতি খুব উড়ছে। কথাটা তলিয়ে দেখার আগে প্রশ্নটা আরো সোজা করে নেওয়া যাক। বাংলাদেশ রাষ্ট্র অকার্যকর হয়ে পড়েছে/পড়ছে কিনা সেটা বিচার করা যেতে পারে যেহেতু 'অকার্যকর' রাষ্ট্র বলে কিছু নেই। ইদানীং আরো একটা কথা শোনা যাচ্ছে। ফেইলড স্টেইটব্যর্থ রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সেই রকম একটা কিছু হয়ে গেছে কিনা, হয়ে যাচ্ছে কিনা, তাও ভাবতে হবে বৈকি।

মজার ব্যাপার এই উদ্বেগটা ঢাউশ আকারে প্রকাশ করেছেন দেশের সর্বাধিক প্রচারিত বলে প্রচারিত একটি সংবাদপত্রের ওজনদার সম্পাদক যিনি কেবলই পেশাজীবী সাংবাদিক নন, মালিকানারও অংশী সম্ভবত। যার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সরকারের অনুকূল বলে। বস্তুত দেশের সকল বামপন্থার যে সরকার বিষয়ক দোদুল্যমানতা এবং সুপ্রচারিত সম-দূরত্ব (বিএনপি ও আওয়ামী লীগের থেকে। আশা করি জামায়াতের থেকে নয়) নীতি বেশ ভালো পোষকতা পেয়ে আসছে এই সম্পাদক ও তাঁর ঈর্ষণীয় সাফল্যের কাগজের কাছ থেকে। অনেকে যুক্তি দেন যে এই 'সমদূরত্ব নীতি' যা কিনা কোন অবস্থাতেই সমদর্শী হতে পারে না যেহেতু সংশ্লিষ্ট দলগুলো আদৌ সম-অবস্থানে নেই একদল শুধুই মারে, আর একদল শুধুই মরে বর্তমান সরকারের এখনো পর্যন্ত টিকে থাকবার মূল কারণ। তাঁদের সেই যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। বরং এটা যে এক ধরনের দালালি। প্রত্যক্ষে পরোক্ষে (এবং দালালি বিনিময় ছাড়া হয় না, এক্ষেত্রে সে বিনিময় সরাসরি পয়সার না হয়ে আওয়ামীদের সঙ্গে দরকষাকষির শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে। এবং রুচিভেদে কেউ একে ব্ল্যাকমেইলিংও বলতে পারে), সেইমত ভাববার লোকের অভাব নেই।

সম্পাদক মতিউর রহমান বেশ লেখেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ছাড়া লেখেন না। তা লেখা উচিতও নয়। কারো এমনটা পছন্দ না হলে বলবে মতি মতলব ছাড়া লেখে না। এবং আমি বুঝি প্রায় সেই দলে। বিরাট লেখা, খাবলা খাবলা চোখ বুলালাম। ওঁর লেখা খুব গুরুত্ব নিয়ে পড়তে আমার খুব কষ্ট হয়। উনি যে মতাদর্শের লোক ছিলেন বলে সঙ্গতভাবেই দাবী করতে পারেন, আমি সেই মতাদর্শে শৈশব থেকে গড়ে উঠেছি। এখনো যতোক্ষণ-শ্বাস অর্থাৎ প্রাণপণ ধরে আছি। এই মতাদর্শীদেরকে দেশের মানুষ খুব মানতো, বিশ্বাস করতো ফিরিশতা তুল্য বলে। কিন্তু ভোট দিত না। বলতো ঘর ভাগাভাগি ভালো মানুষের কাজ নয়। দেশ স্বাধীন করুক শেখে, তারপরে আইসেন,

ধামা ভইরা দিমু। স্বাধীনতা-পরবর্তী নির্বাচনে তা ঠিক ঘটল না। আমাদের দিক খুবই ক্ষুদ্র হল, নৌকাআলারা বাক্স ধরে চুরি করেছে বলে। সে কথা অসত্য নয়, দেশের মুক্তিদাতা লিবেরটরের দিব্য বয়ানটিতে কিসে যেন কালি মেখে দিল। বাক্স চুরি না করলে কী হত? ঐ নৌকাই আসত, অত শক্তি নিয়েই আসত। হয়তো খসতো দু-চারটা আসন।

দেশের লোকই বেইমানি করলো? বিজয়ের উচ্ছ্বাসে ভাসছে দেশ, বিজয় নির্মাণকারীদের খেদিয়ে দেবে ক্ষমতা থেকে? আর সত্তর থেকে তেহাত্তর ন্যাপ ও কমিউনিস্টরা কী এমন করেছে যে নৌকা ছেড়ে মানুষ নিতান্ত অনিশ্চিত ডাঙ্গায় পা দেবে। দোদুল্যমানতা ছাড়া আর কিছু না। ভোট তেমন নাই পেল, দেশে তখন দুইটা মাত্র রাজনৈতিক শক্তি নৌকা আর কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘর স্বাধীনতার প্রথম দিকে পুরোপুরি ক্যাপিচুলেশনিস্টের সমর্পণবাদী ভূমিকা নিয়েছিল, নিজেকে ক্ষমতার বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেনি। বিপ্লবোত্তর (হ্যাঁ, ঠিক তাই, সর্ব দায়িত্ব নিয়ে বলছি) দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রের শক্তিকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল কিছু কালের জন্য। কিন্তু নির্বাচনে যেতে হলে যে বামপন্থীদের ভিন্ন বক্তব্য থাকতেই হবে। বিকল্প একটা চেহারা দেখাতেই হবে। তা দেখাতে পারলেন না তাঁরা। কিন্তু ভিয়েতনাম দিবসে আমেরিকান লাইব্রেরির সামনে কচি ছাত্র মতিউর হত্যা বামদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সরকারের সঙ্গে মিত্রতা থেকে। ঘোষণা হল বাকশালের। আলী নূর নামে এক নতুন মুখ সাংবাদিক, সকলের সই নিয়ে বেড়াতে লাগল বাকশাল খাতায়। শামসুর রাহমান দিলেন না, দিলেন না নির্মল সেনও। আমিও দিইনি, আলী নূর কেন যেন খাতা নিয়ে ভিড়তেই পারলো না আমার কাছে। বাকশাল ভালো ছিল কি মন্দ, সময়োচিত ছিল কি ছিল না এসব বিবেচনার আগেই রুচি এসে আমাকে বাধা দিল। দাসখৎ দেব না কোন মতে। পরে এক সময়ে বঙ্গবন্ধু সুফিয়া কামালকে বাড়িতে ডাকিয়ে বলেছিলেন আপা, একটা বড় কাজে হাত দিলাম। খালা বললেন, আমি আছি সঙ্গে। তা হলে একটা সই। কবি তাঁর চিরদিনের বিনত কোমল ভাষায় বললেন, তা আমি পারবো না। ভালো করবেন সঙ্গে আছি। কিন্তু সই দিয়ে নয়।

কিন্তু আমার নেতা মোজাফফর আহমদের পিছু-পিছু শোভাযাত্রা করে যেতেই হল বাকশালে যোগদান করতে। ডিসিপ্লিনের খাতিরে গেছিলাম, ভালো লাগলো না। আর ফিরব না সিদ্ধান্ত করে তো চলে এলাম, মনে অশান্তি। আমি বঙ্গবন্ধু সকাশে যাইনি কখনো, এমনকি তাজুদ্দিনের কাছেও। অশান্তি নিবারণোদ্দেশ্যে ওয়েভ সাপ্তাহিক সম্পাদক কে বি মাহমুদ আমাকে নিয়ে গেলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক প্রধানমন্ত্রীর কাছে। (কে বলেছে ওসমানি সর্বাধিনায়ক ছিলেন? যুদ্ধেই বিশেষ করে সিভিলের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকে)। তা আমার রীতিমত পূজা-করা হিরো আমাদেরকে বললেন, কেন

ভালোই তো হল। এই গভর্নররা দায়ী থাকবে তাদের জেলার সব ভালো মন্দর জন্য কোন রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব আর থাকলো না ভালো কাজ আটকাবার জন্যে। পতিত, বার করে দেওয়া তাজুদ্দিন একটা শব্দ করলেন না বাকশালের বিরুদ্ধে। শুরু হল রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়া, অরাজনীতি তথা জাসদ-অ্যাডভেঞ্চারিজমের সঙ্গে আসা-যাওয়া, ওঠা বসা। এই মত দিনের একটা ভোর রাতে শুনলাম বঙ্গবন্ধু সপরিবারে খুন। এই খুনটি না হলে (কোন প্রকাশ্য রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না এটি, গোপনে খুনিরা পাকিস্তান থেকে পয়সা এবং অন্যান্য মদদ পেয়ে থাকলেও) আমি জানি আওয়ামী লীগই (বাকশাল রূপে?) এখনো ক্ষমতায় থাকতো, স্বাধীনতার সব সুফল এখনো অপেক্ষিত থাকতো, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি হত পাকা এবং থাকতো তার পাকিস্তান বিদ্রোহে অনমনীয় রাষ্ট্রটি ধর্মনিরপেক্ষ। সেই হত্যালীলা যে বাংলাদেশকেই হত্যার লীলা, তা কালে কালে প্রকাশ হল, প্রমাণ হল। বুঝদারদের তা কিন্তু বুঝতে দেয়নি।

এই বুঝদারদের দলে ছিল না ন্যাপ-কমিউনিস্ট বামেরা। কমরেড ফরহাদ জিয়ার হাতকে শক্তিশালী করবার জন্যে শম্ভুগঞ্জ ছুটলেন ব্রহ্মপুত্রের মাটি কাটতে। মোজাফফর আহমদ ঈদোপলক্ষে টুপি উপহার পাঠালেন ন্যাপের সহকর্মীদের, ধ্বনি তুললেন 'ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্রের'। মুজিবের রক্তের প্রতি বিশ্বস্ততা বাম মহলের কোথাও ছিল না। রাজনীতির প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি কোন বিশ্বস্ততার কোন পরিচয় কোথাও থাকলো না। খুনির সহচরেরা, খুনের সমর্থকেরা (মুজিব নয় বাংলা হত্যার), সেই হত্যালীলার বেনিফিশিয়ারিরা এখনো বাংলার এবং স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরে আছে। বামের এখনো কোন চেতনার উদয় হয় না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র যে পনেরই আগস্টেই সবচেয়ে বড় করে অকার্যকর হয়ে পড়েছিল, তা বিশেষ করে যেন বামেরা বোঝেনি। দেশপ্রেম তাদের রাজনীতির কোন অবশ্য-অঙ্গ নয়। তারা আন্তর্জাতিকবাদী। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার পদাঘাতে বিদায় সংবিধানের কপালে বিসমিল্লাহ তাদেরকে একটুও বিচলিত করল না। বিচলিত করল না সংবিধানের মূলনীতি সমাজতন্ত্রের ফরমান জারি করে উচ্ছেদও যেন বাংলায় কোন মানুষই কষ্ট পায়নি এতে, বরং স্বস্তিই পেয়েছে সকলে। আচ্ছা, আওয়ামীরা যদি ক্ষমতায় এখনো পর্যন্ত থাকতো, আমাদের স্বাধীনতার জন্মদাত্রী ধাত্রীমাতা ভারতের কংগ্রেসের মত, ঐ কোটি কোটি লোকের দুই দশক-জোড়া নির্বিরাম সংগ্রামে অর্জিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি (যা আওয়ামী লীগই সার্বভৌম দলিলে তুলেছিল বটে) কি তারা নিজ হাতেই রদ করতো। বাংলাদেশ রাষ্ট্র কি জিয়া ফরমানে (কী জিনিস এই ফরমান?) তখনি মেরামত অযোগ্যভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েনি?

আমি এত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেই যাচ্ছি এই কারণে এই রাষ্ট্রে যারা দ্বিতীয় প্রধান শক্তি ছিল, এবং উঠে আসছিল ধৈর্যে প্রথমের ঘরে, তার যে আজ সমাজের উপর কোনই শক্তি নেই (ব্ল্যাকমেইল, দালালি ইত্যাদি অসামাজিক ঘটনা ছাড়া), তার জন্য দায়ী কে? বিরাটভাবে কি এই অসার এবং আত্মসত্তরী বাম রাজনীতি প্রধানেরাই নয়? আমি এই দায়

থেকে মুক্তি দিচ্ছি তথাকথিত পিকিংপন্থী বলে পরিচিত সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক মানুষদেরকে। তারা কোন কালেই জাতীয় রাজনীতিতে কোন শক্তি ছিল না। কাজী জাফর জাতীয় জীবেরা চিরকাল শো-বয়ের কাজ করেছে। কিন্তু মতিউর রহমানের মতাদর্শের লোকরাই নিজেই কি বিরাটভাবে দায়ী নয় মোজাফফর ন্যাপ ও সিপিবি'র বর্তমান দরকাষাকষি-সর্বস্ব রাজনৈতিক অস্তিত্বহীনতার জন্যে? সেই চেতনা, সেই দায়বোধ যে কমিউনিস্টের লেখায় দেখি না, তার লেখা পড়তে আমার খুবই কষ্ট হয়। কে জানে মতিউর রহমানের বর্তমান লেখাগুলি তাঁর মতাদর্শ ও মতাদর্শীদেরকে আরো নীচে ঠেলবে কিনা!

গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর লেখা পড়তে আমার কষ্টের আরো কারণ এই যে মুজিব হত্যা, সামরিক উত্থান, সাংবিধানকে মরণাঘাত ও তার মূলগত চারিত্রিক পরিবর্তন, সরকার ও সমাজকে পঁচাত্তর-পরবর্তী সকল সময়ে অবিরাম সাম্প্রদায়িকীকরণ এসব বিষয়ে কোনই অবস্থান নেন না লেখক। রিয়েল পলিটিক লেখার লোক তো বাজার ছেয়ে আছে, তিনি কেন লিখতে যান তা? বিশেষত যখন রিয়েল পলিটিকের প্রধান বিষয় সরকার ও তার বেআইনি কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি কোনই কার্যকরী বিরূপ মন্তব্যে যেতে পারবেন না।

হ্যাঁ, 'বাংলাদেশ কি একটি অকার্যকর রাষ্ট্র' শিরোনাম দেখে কার না পড়তে ইচ্ছা করবে মতিউর রহমানের এই লেখাটি। তবু পারলাম না পড়তে। নৌকা ডুবছে দেখে লাফিয়ে পাড়ে পড়ার চেষ্টা কি এই লেখা যেমনটা সন্দেহ করেছেন বন্ধু সুলেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী। গাফফার, মতি-মাহফুজ কালো-সাদা ব্যবধান পেরিয়েও একই রাজনৈতিক বর্ণের হলেও (সেই বর্ণটি কি উভয়ের মালিক লতিফুর রহমানের চাপানো?) তাদের মধ্যে মতির ধূর্ততার সঙ্গে মাহফুজের পণ্ডিতির না পেরে উঠবার কথা দৃঢ়ভাবে তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই লেখা কি মতির সেই অনতিক্রম্য ধূর্ততার লেখা নয়? হলে পড়ে কি হবে? গাফফারের লেখা পড়ে বুঝলাম এই সরকারের নয়, সরকারের জামায়াতী অংশকে রাষ্ট্র অকার্যকরী করার দায়ে দায়ী করেছেন। অসীম সাহসের কাজ করেছেন। যেন জামায়াতী শয়তানির এখনই আরম্ভ, বাংলা ভাই, ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে হত্যাপ্রচেষ্টা তো এখনকারই ঘটনা। গত আড়াই বছর তারা ভালো ছিল। এবং কোনই দোষ নেই বিএনপির, রাষ্ট্রের এই হঠাৎ নড়বড়ে অবস্থার পিছনে! যা হোক মতিউর রহমানের বিপ্লবী লেখাটি মূলে না পড়ে আর বাগবিস্তার করা উচিত নয় আমার। তাঁর লেখাটি পড়ে প্রথম আলোর সকল বামমার্কী পাঠক উদ্বাহু নৃত্য করলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটা পরিহাসের বিষয় গাফফারকেও এড়িয়ে গেছে।

রাষ্ট্রের কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সম্পাদক সাহেব। তুললেন না সরকারের কার্যকরতা নিয়ে। রাষ্ট্রই অকার্যকর হয়ে পড়লো তো সরকার কি কার্যকর আছে। থাকলে সে কী করেছে। রাষ্ট্রকে কেন রক্ষা করেছে না? সরকার অকার্যকর হবার আগে রাষ্ট্র

অকার্যকর হয় কীভাবে। লেখাটি সরকারের অকার্যকরতা তথা ব্যর্থতা নিয়ে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। এ যে মতিউর রহমানেরই সরকার। কত যত্নের কত অতন্ত্র প্রহরার। সুতরাং অকার্যকরতার দাগ পড়ল রাষ্ট্রের ওপর, সরকারকে বাঁচিয়ে। অন্তত বিএনপিকে বাঁচিয়ে তো বটেই। মতি কী রাষ্ট্র আর সরকারের পার্থক্য গুলিয়ে দিতে চাইছেন? খালেদার মত, আলতাফ চৌধুরীর মত? এই রাষ্ট্রটির গায়ে ব্যর্থতার ছাপ না পড়ে, সেটা কি জনগণের স্বার্থের রাজনীতিক-সম্পাদক মতিউর রহমানের দেখবার বিষয় নয়। তিনিই রাষ্ট্রকে অকার্যকর দেখছেন, শুধুই সরকারকে অর্থাৎ নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে।

আর রাজাকার মতিউর রহমান করছেন এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করার চেষ্টা! বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। তাদের পরাজয়ের প্রথম দিন ষোলই ডিসেম্বর থেকে প্রতিদিন পাকিস্তানের বাঙালী দালালেরা নিদ্রাহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাঙালীর সেই বিজয়কে পরাজয়ের অতলে ডুবিয়ে দিতে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ব্যর্থ করে দিতে। এখন যখন তাদের কাজ প্রায় শেষ, পাকিস্তানের গোলামিতে প্রকাশ্য ফিরে যাওয়াটা শুধু বাকি, রাজাকার নিজামী কেন রাষ্ট্রের কিছুই হয়নি বলে চোঁচামেচি করছেন? সকলে মিলে রাষ্ট্র আর সরকারে গুলিয়ে ফেলছে, যার যার স্বার্থমত। সরকারকে ব্যর্থ না বলার পিছনে সম্পাদক মতিউর রহমানের স্বার্থ আছে। কিন্তু রাষ্ট্রকে অকার্যকর বলার পিছনেই বা তার কী কারণ আছে, সে তো করবে রাজাকাররা। অকার্যকর রাষ্ট্র আর ব্যর্থ রাষ্ট্র তো কথার ফের। রাষ্ট্র ব্যর্থ হওয়ার মানে কি? মুক্তিযুদ্ধ ভুল ছিল, তাই কি বলবেন সম্পাদক? সে তো জামায়াতের কথা, সকল পাকিস্তানী দালালের কথা, নজমুল হুদাদের কথা। নিজামীদের কিন্তু বলবার থাকতে পারে না কোন সৎ জনু বাঙালীর। ওরা কেবল বাংলাদেশ বিরোধী নয় যা কিছু সুস্থ এবং মানবিক মানুষের স্বার্থে তার বিরোধী তারা। সম্পাদক মতিকেই কি কিছু বলতে পারি? তিনি তো জ্ঞানপাপী। জানেন না কি তিনি বিএনপি বাংলাবিরোধী না হলে জামায়াতকে কোলে করে পুতনা রাক্ষসীর প্রেমে পড়ত না (পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়েছিল, বিষাক্ত দুধ খাইয়ে মেরে ফেলবে বলে। কৃষ্ণ পুতনাস্তনে এমন কামড় বসালো যে তাকে মরেই যেতে হল)। বিএনপির বাংলাবিরোধের আরম্ভ জিয়ার মাথায়ও যখন তার সৃষ্টির কল্পনা আসেনি, তখন মুজিব হত্যায়। খালেদা জিয়া কেন মুজিবহত্যার দিনটিকে নিজের জন্মদিবস বানায়, তার বিএনপি চ্যালারা কেন সেইদিন মোচ্ছব পালন করে। সে-সব কিছুই সম্পাদকের বুদ্ধিতে আসে না। কেন? শেখ তাঁর নেতা না হলে পারে কে (কে যে তাঁর নেতা! লতিফুর রহমান?) বাংলা তো তাঁর দেশ, তাঁর রাষ্ট্র। তবু তিনি রাষ্ট্রেরই দোষ দেখবেন, দায় দেবেন জামায়াতকে। বিএনপি কোন ব্যাপার নয়। সম্ভবত লতিফুর রহমানের কাগজে কর্মরত থাকতে তিনি এই চূড়ান্ত অকার্যকর এবং ব্যর্থ সরকারটিকে দেখতে পাবেন না। রাষ্ট্রের তো হাত-পা নেই একটা সীমা লঙ্ঘনকারী সরকার কি সৈন্যবাহিনীকে সে ঠেকাবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রও পারেনি বিএনপির দেশশত্রুতাকে দমাতে। এই ক্ষমতাহীনতা সত্ত্বেও রাষ্ট্র অনেক বড় কিছু। সে ব্যর্থ হয়

না। কিছু দালাল আর সুবিধাবাদীর কথায়, সাময়িকভাবে অকার্যকর দেখালেও। আর এই যে আপাত অকার্যকরতা এও সম্ভব হচ্ছে মতিউর রহমানদের মত বুদ্ধিজীবীদের জন্যই।

ওয়াহিদুল হক : সাংবাদিক, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং ভাষাবিদ।

উৎস : ভোরের কাগজ

সংগ্রহ : খায়রুল হাবিব, এন.ইউ.এস। মুক্ত-মনা সদস্য